তারিখ ... 8/9/৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক ইনকিলাব

122

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ব্যবস্থা ও জাতীয় উন্নয়ন

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাহীন জাতির আজকের পৃথিবীতে কোন মূল্য নেই। যে দেশে শিক্ষার হার যত বেশী সে দেশ তত উন্নত। একটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সে দেশের জাতীয় উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের এই অনুন্নত হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ থাকলেও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম। স্বাধীনতা লাভের ষোল-সতেরো বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন উন্নতি আজও হয়নি।

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যতটা বিকাশ হওয়ার কথা ছিল, ততটা হয়নি। বৃটিশ আমলে লর্ড ম্যাকলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন তা আজো রয়ে গেছে। এ শিক্ষা গ্রহণের বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তার প্রয়োগ করতে পারছে না। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কারণে সমাজের বিত্ত শ্রেণী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, অথচ দরিদ্র শ্রেণী শিক্ষার সুযোগ থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। অথচ গ্রামের তুলনায় শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশী এবং সেখানে সুযোগ-সুবিধাও পর্যাপ্ত। আমাদের দেশে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। অথচ দেখা যায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সরকারী সাহায্য ও অনুদান বেশী পায়। বাধ্য হয়েই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেতন ও অন্যান্য ফি বেশী রাখতে হয়। এর ফলে দারিদ্র্যতার কারণে প্রাইমারী শিক্ষা গ্রহণের পর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দমতো লাইন বেছে নেয়ার সুযোগ পায় না। জোর করে অভিভাবকরা তাদের মতামত শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেন। এর ফলাফল হয় উলটো। শিক্ষালাভের পর মানুষের জীবন দর্শন যেখানে উন্নত হওয়ার কথা, সেখানে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের পর মানুষ অলস হয়ে যায়, পরিশ্রমের কাজ করতে রীতিমতো আত্মসম্মান বোধ করে। অথচ বিদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা নেই। আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্কুল শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা এ দু'ধরনের শিক্ষা প্রচলিত আছে। স্কুল শিক্ষা আর মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাশ্চাত্যমুখী মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে আর মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর বিপরীত মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক দ্বন্দ্বের। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিস্তৃতি ঘটছে অথচ নৈতিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। দুর্নীতি দমন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে নৈতিক শিক্ষাকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

যথার্থ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরা উন্নতমানের শিক্ষা প্রদান করতে পারছে না। কারণ তাদের এ ব্যাপারে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে না। পরীক্ষা পদ্ধতি রয়ে গেছে এখনো মান্ধাতা আমলের, ফলশ্রুতিতে পরীক্ষা পাস করাটা হয়ে গেছে ছাপ মারা একটি সার্টিফিকেট লাভের উপায় হিসাবে। আর মানুষ গড়ার মহান কারিগর যে শিক্ষক সমাজ সামাজিকভাবে তারা এখনো অবহেলিত। শহরে এখন প্রাইভেট টিউটর রাখা একটি রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের উদ্যম হারিয়ে যাচ্ছে। আজকাল শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি আসন গেড়ে বসেছে। নকল ধরতে গেলে শিক্ষককে আজকাল শিক্ষার্থীদের হাতে প্রহৃত হতে হয়। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কোন কাজেই লাগছে না। উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের জাতীয় উন্নয়নে সে শিক্ষা কাজে লাগছে না। দেশের সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে এমন একটি বাস্তবসম্মত গণমুখী শিক্ষানীতি অবশ্যই আমাদের চালু করতে হবে। এ কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রেখে আমরা কোনদিনই আমাদের লক্ষ্যে অর্থাৎ উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে বা জাতীয় উন্নয়ন করতে পারবো না।

—নুরুল ইসলাম শেফুল

পাগলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্যা

নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার কুতুবপুর ইউনিয়নে অবস্থিত পাগলা উচ্চ বিদ্যালয়টি আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে। প্রথমতঃ এখানকার বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির একান্ত অভাব। যার ফলে বিজ্ঞান বিষয়ক ছাত্র-ছাত্রীকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আসবাবপত্রেরও অভাব রয়েছে। লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। অনেক সময় বৃষ্টির পানি শ্রেণী কক্ষে জমে থাকে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার রোদের তাপে শ্রেণী কক্ষের টিনের চাল গরম হয়ে যায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তখন কষ্টের সীমা থাকে না। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। কিন্তু এখানে আসনের ব্যবস্থা আছে ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য। তাই বেঞ্চের অভাবে অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে লেখাপড়া করতে হয়। দ্বিতীয়ত এই এলাকার আশেপাশে কোন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই। ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী অধিক বেতন দিয়ে এই হাই স্কুলে পড়তে পারে না এবং তারা এক পর্যায়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাই এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের গৃহটি পাকা করার সাথে সাথে অন্যান্য সমস্যার সমাধান করাও একান্ত প্রয়োজন। সবচেয়ে ভালো হয় বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হলে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—মোঃ লুৎফর রহমান ভূঁইয়া (জুয়েল)